প্রথম আলো

তারিখ 04 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীতে আয়কর মেলার তৃতীয় দিনে গতকাল কর শিক্ষণ ফোরাম আয়োজিত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ● প্রথম আলো

ওরাই ভবিষ্যতের করদাতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বয়স কতই বা হবে; বারো-তেরো কিংবা চৌদ্দ বছর। তবু কর সম্পর্কে এ বয়সের কিশোর-কিশোরীদেরও গভীর আগ্রহ আছে। মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করেছে। কর দিলে কী হবে; করের টাকা কোথায় খরচ হয়; কর দিলে কী পাব—এমন সব বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নও করেছে ওরা।

তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন কর বিভাগের কর কর্মকর্তারা। প্রায় এক ঘণ্টার এই ক্লাসে সবাই যেন করদাতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৫০ জনের একদল শিক্ষার্থীকে এভাবেই গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর কর মেলায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী। এই ভবিষ্যৎ করদাতাদের এখন থেকেই কর দেওয়ার বিষয়ে সচেতন করতেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) এমন উদ্যোগ।

কর মেলায় স্কুল শিক্ষার্থীরা

> “মেলায় এসে অনেক কিছু শিখেছি। রাষ্ট্রের অর্থের জোগান কীভাবে হয়, তা জানতে পেরেছি
>
> **সাদিয়া মাসুদ**
> সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী

> “বড় হয়ে যখন আয় করব, তখন অবশ্যই কর দেব
>
> **তালহা বিন তারিক**
> ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র

আগারগাঁওয়ের নির্মাণাধীন রাজস্ব ভবনে চলছে আয়কর মেলা। এ মেলায় কর শিক্ষণ ফোরাম নামের ছোট একটি মিলনায়তন তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রতিদিন রাজধানীর বিভিন্ন নামকরা স্কুলের শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার বিজয়ী প্রথম ১০ জন শিক্ষার্থীর প্রত্যেককেই ১ হাজার ১০০ থেকে ২ হাজার টাকার প্রাইজবন্ড দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি অংশগ্রহণকারী সব শিক্ষার্থীই পায় জ্যামিতি বক্স, কলমসহ বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ। তাদের যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা রেখেছে এনবিআর। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিভাবক হিসেবে দু-তিনজন শিক্ষকও আসেন।

কর মেলায় গতকাল দুপুর বারোটায় শুরু হয় শিক্ষার্থীদের ক্লাস। প্রথমেই তাদের কর বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের একটি পাঠ দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি রাজস্ব খাত, অর্থনীতি ও সাধারণ জ্ঞানের ৫০টি প্রশ্নোত্তর-সংবলিত একটি পাঠ্যসূচি পায় তারা। এক ঘণ্টার এ ক্লাসে আছে প্রশ্নোত্তর পর্ব। সেখানে কিশোর বয়সের এ শিক্ষার্থীরা তাদের কচি মনে জাগা নানা প্রশ্ন করে।

সব শেষে হয় কুইজ প্রতিযোগিতা। গতকালের প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সাদিয়া মাসুদ। সে *প্রথম আলোর* কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলে, ‘এ মেলায় এসে অনেক কিছু শিখেছি। রাষ্ট্রের অর্থের জোগান কীভাবে হয়, তা জানতে পেরেছি। এসে খুব ভালো লেগেছে।’

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র তালহা বিন তারিক বলে, ‘বড় হয়ে যখন আয় করব, তখন অবশ্যই কর দেব।’

কর শিক্ষণ ফোরামের ক্লাস শেষে গতকাল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার ও সনদ তুলে দেন এনবিআরের সদস্য পারভেজ ইকবাল। সনদ পেয়ে স্কুলের এই ছোট ছাত্রছাত্রীরা খুশিতে আটখানা। অনেকেই নিজেদের সনদ হাতে নিয়ে ছবি তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিক ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে পড়ে কর মেলা দেখতে। স্কুল ড্রেস পরা এসব কিশোর-কিশোরীর বুথে বুথে ঘুরে বেড়ানো দেখে মনে হচ্ছিল—সত্যিই এরা যেন ভবিষ্যতের করদাতা।

কর শিক্ষণ ফোরামের সদস্যসচিব ও যুগ্ম কর কমিশনার জেহাদ উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, কর সম্পর্কে এই ছোট শিক্ষার্থীদের অনুভূতি বেশ চমৎকার। তারা বেশ মেধাবী; কর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। তিনি মনে করেন, শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য এনবিআরে একটি আলাদা কার্যালয় থাকা উচিত।

উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও গত তিন দিনে কর শিক্ষণ ফোরামে এসেছে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং সেন্ট জোসেফ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা।

এনবিআর সূত্রে জানা গেছে, রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের ৭১টি আয়কর মেলার তৃতীয় দিনে গতকালও ব্যাপক সাড়া মিলেছে। রিটার্ন জমা, ইলেকট্রনিক কর শনাক্তকরণ নম্বর (ই-টিআইএন) নেওয়া, ই-ফাইলিংসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা নিতে এসব মেলায় এদিন ১ লাখ ৪৩ হাজারের বেশি করদাতা ও দর্শনার্থী এসেছেন। রাজস্ব আদায় হয়েছে প্রায় ২২৭ কোটি টাকার। আয়কর বিবরণী জমা দিয়েছেন ২৪ হাজার ৮৬৪ জন।